তারিখ ... 25 AUG 2013
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

দৈনিক ইনকিলাব

ঢাবিতে প্রশ্নবিদ্ধ ভিসি প্যানেল নির্বাচন...

নির্বাচিত ভিসি হলেন আরেফিন সিদ্দিক

□ ইনকিলাব ডেস্ক

ভিসি প্যানেল থেকে অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিককে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য অ্যাডভোকেট মো. আবদুল হামিদ।

শনিবার রাতে প্রেসিডেন্ট ভিসি প্যানেলের মধ্য থেকে তার পছন্দ অনুযায়ী এই নিয়োগ দেন বলে নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রউর অধ্যাপক ড. আহমদ আলী। তিনি বলেন,

পৃঃ ২ কঃ ১

নির্বাচিত ভিসি হলেন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভিসি হিসেবে তিনজন থেকে অধ্যাপক ড. আরেফিন নিয়োগ পেয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে আগামী চার বছরের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত ভিসি হলেন আরেফিন সিদ্দিক। বিরোধী দল সমর্থক সাদা দলের শিক্ষকদের সিনেট অধিবেশন বর্জনের মুখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন সদস্যের ভিসি প্যানেল নির্বাচন সম্পন্ন হয়। প্যানেলে ছিলেন বর্তমান ভিসি ড. আরেফিন সিদ্দিক ও দুই প্রো-ভিসি অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ ও অধ্যাপক ড. সহিদ আখতার হোসাইন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ অনুসারে আচার্য ও প্রেসিডেন্ট আবদুল হামিদ এ প্যানেল থেকে একজনকে ভিসি নিয়োগ দেন। শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে বিশেষ সিনেট অধিবেশনে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

তবে এ নির্বাচনকে সাড়ে চার বছরের অধিক সময় অনির্বাচিতভাবে ক্ষমতায় থাকার পর প্রফেসর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের ভিসি পদ বৈধকরণের উপায় বলে আখ্যায়িত করেছেন বিএনপি-জামায়াতপন্থী সাদা দলের শিক্ষকরা। তারা অধিকাংশ সিনেট সদস্য পদ খালি রেখে এরূপ নির্বাচনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে একটি প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন হিসেবে উল্লেখ করেন।

সিনেট অধিবেশনের প্রতিবাদে গতকাল (শনিবার) দুপুর ২টা থেকে সিনেট ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচী পালন করেন সাদাদলের শিক্ষকরা। এসময় তারা অভিযোগ করে বলেন, দীর্ঘ সাড়ে ৪ চার বছর ধরে অবৈধভাবে ক্ষমতায় থাকার পর শিক্ষকদের একাংশের মতামতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এ ধরনের নির্বাচন গণতন্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধার সামিল। রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনের পূর্বেই সিনেট অধিবেশন আহ্বান করায় তীব্র নিন্দা জানান অবস্থান কর্মসূচীতে থাকা শতাধিক শিক্ষক।

জানা যায়, আর ভিসি প্যানেল নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের করা রিটের শুনানি আজ অনুষ্ঠিত হবে। সাদা দলের শিক্ষক ও সাবেক প্রো-ভিসি আ ক ম ইউসুফ হায়দারসহ অন্য দুজন এই আবেদন করেন। অধিবেশন শেষে সিনেট সদস্য ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ফরিদ উদ্দিন আহমদ জানান, তিনি এই তিনজনের প্যানেলের প্রস্তাব করলে ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর মাকসুদ কামাল তা সমর্থন করেন। আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্যানেল না থাকায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তারা নির্বাচিত হন। তিনি বলেন, নিয়মানুযায়ী নির্বাচিত প্যানেল শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ে পাঠানো হবে। চ্যান্সেলর হিসেবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত প্যানেল থেকে একজনকে ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেবেন।

এদিকে ভিসি প্যানেল নির্বাচনের নামে দলীয় ক্ষমতাবলে ড. আরেফিন সিদ্দিক আবারও ভিসি পদে থেকে যাওয়ার পাঁয়তারা করছেন বলে অভিযোগ এনেছে বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত শিক্ষকদের সংগঠন সাদা দল। সিনেটের সামনে অবস্থান কর্মসূচীতে তারা ২৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট নির্বাচনের পরে সিনেট অধিবেশন করার দাবি জানিয়েছেন। অন্যদিকে বিকেল তিনটায় সিনেট ভবনের প্রবেশ পথে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে শিক্ষার্থী অধিকার নামে একটি সংগঠন। সিনেটে ডাকসুর প্রতিনিধি নির্বাচনের দাবিতে তারা এই কর্মসূচি পালন করে।

অবস্থান কর্মসূচিতে পালনকালে সাদা দলের সমর্থক ও সিনেট সদস্য প্রফেসর ড. তাজমেরী এসএ ইসলাম বলেন, সিনেট অধিবেশনে আগে কখনও পুলিশ দেখা যায়নি। এই অধিবেশনে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিশ শিক্ষকদের গাড়ি পর্যন্ত ভেতরে ঢুকতে দেয়নি। তিনি ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান এবং এই বিশেষ অধিবেশন বর্জনের ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, ১০৫ সদস্য বিশিষ্ট সিনেটের মধ্যে ৫৫ জনের পদই খালি। এই অবস্থায় নির্বাচন দিলে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক চেতনায় কালিমা হয়ে থাকবে। ড. তাজমেরী এসএ ইসলাম বলেন, বর্তমান ভিসি ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় বিভিন্ন সময় সিনেটের অধিকাংশ পদই পূর্ণ ছিল। কিন্তু, এখন ৫৫ জন সদস্যের অনুপস্থিতিতে এ ধরনের নির্বাচন অগ্রহণযোগ্য।

ভিসি প্যানেল নির্বাচন সম্পূর্ণ অযৌক্তিক দাবি করে সাদা দলের আহ্বায়ক প্রফেসর ড. সদরুল আমিন বলেন, সাময়িকভাবে নিয়োগ পাওয়ার পর চার বছর কেটে গেলেও ভিসি প্যানেল নির্বাচন ঘোষণা করা হয়নি। কিন্তু হঠাৎ করে এ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি বলেন, আমরা সব সময় চেয়েছি ভিসি প্যানেলের নির্বাচন হোক। কিন্তু যে মুহূর্তে প্রতিনিধি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে, সে সময়ে সিনেটের এ গুরুত্বপূর্ণ অংশকে বাদ দিয়ে ভিসি প্যানেল নির্বাচন ঠিক নয়।

ড. সদরুল আমিন বলেন, রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধিদের নির্বাচনের পূর্বে ভিসি প্যানেল নির্বাচন না করার জন্য রিট আবেদন করা হয়েছে। ২৫ তারিখ এর শুনানি হবে। আর রেজিস্টার্ড প্রতিনিধিরা উপাচার্যকে স্মারকলিপি দিয়েছেন, তা সত্ত্বেও তিনি এই অধিবেশন করছেন। রেজিস্টার্ড প্রতিনিধিদের অধিকার হনন করেছেন বলে অভিযোগ আনেন। সিনেট অধিবেশনে ১০৫ সদস্যের মধ্যে ৫০ জন সদস্য যোগদানের কথা থাকলেও মাত্র ৩৬ জন অংশ নিয়েছেন বলে জানা গেছে। তাদের মধ্যে শিক্ষক প্রতিনিধি ২৪ জন, ৩ জন সংসদ সদস্য, ৪ জন সরকারি কর্মকর্তা ও ভিসি, দুই প্রো-ভিসি ও কোষাধ্যক্ষ।

২০০৯ সালের ১৫ জানুয়ারি ভিসি আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ১৯৭৩ এর অধ্যাদেশের ১১ (২) ধারা অনুযায়ী ভিসি হিসেবে নিয়োগ পান।